Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

"গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা"

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

GI Journal No. 45

Published on : 11 JUL 2024

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) **স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে–**

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়ন-পূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে:

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৬৭
আবেদনের তারিখ : ১৪-০৩-২০২৪ খ্রি.

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা" যা শ্রেণি ১৪ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ "গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা"

শ্রেণি ঃ ১৪

ক) **আবেদনকারীর নাম ঃ** জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ।

খ) **ঠিকানা ঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

গ) **ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ**

উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) **প্রকার ঃ** বিভিন্ন প্রকার গহনা।

ঙ) **স্পেসিফিকেশন ঃ**

১) ব্রোঞ্জ এক প্রকার সংকর ধাতু। সাধারণত তামার সাথে বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ প্রস্তুত করা হয়।

২) গহনা তৈরির প্রধান উপকরণ ব্রোঞ্জ।

৩) গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের বিশেষত্ব হলো-কারিগরি দক্ষতা এবং এখানকার মিঠা পানি। গোপালগঞ্জের মধুমতী নদীর মিঠা পানি গহনার রঙ ভালো রেখে স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪) গহনার হাজারো প্রকারভেদ ও নকশা রয়েছে গোপালগঞ্জের কারিগরদের কাছে।

৫) এখানকার গহনা কোয়ালিটির উপর নির্ভর করে ২-৬ বছর পর্যন্ত টেকসই হয়।

৬) ব্রোঞ্জের গহনা হাতে এবং মেশিনে দুই ভাবেই তৈরি করা যায়। তবে গোপালগঞ্জের কারিগররা অধিকাংশই হাতে তৈরি গহনার উপর নির্ভরশীল।

৭) ব্রোঞ্জ শক্ত ও নমনীয় ধাতু হওয়ায় সহজেই গহনার বিভিন্ন নকশায় ফুটিয়ে তোলা যায়।

চ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ**

সৌন্দর্য বর্ধনে গহনার তুলনা হয় না। আর ব্রোঞ্জের গহনায় রয়েছে এক ঐতিহ্যের ছোয়া। বহুকাল আগে থেকেই গোপালগঞ্জ গহনা তৈরির জন্য বিখ্যাত। ব্রোঞ্জের গহনা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে হাজারো কারিগর। গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর ইউনিয়নের জলির পাড়ে গহনা কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশাল ব্রোঞ্জের গহনার বাজার।

গোপালগঞ্জের জলির পাড়ে প্রায় ৮০–১০০ বছর ধরে ব্রোঞ্জের গহনা তৈরি করা হচ্ছে। জনশ্রুতি আছে এর পেছনে একটি ছোট গল্প রয়েছে। গল্পটি বাচ্চাদের "খাড়ু" নিয়ে। প্রায় শত বছর পূর্বে ছোট বাচ্চারা যাতে আশে-পাশের নদী, খাল বা পুকুরের পানিতে পড়ে না যায় অথবা হারিয়ে না যায়, তাই তাদের অভিভাবকরা ব্রোঞ্জের খাড়ু বাচ্চাদের পায়ে পরিয়ে দিতেন। চলাফেরার সময় খাড়ুর ঘন্টা ধ্বনির ন্যায় টুংটাং শব্দ হতো যা বাচ্চার গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জানান দিতো। এই খাড়ুকে কেন্দ্র করেই জলির পাড়ের গহনা তৈরির গোড়াপত্তন হয়। কালের পরিক্রমায় হালের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে কারিগরা খাড়ুর পাশাপাশি ব্রোঞ্জের অন্যান্য গহনা তৈরি শুরু করেন।

ব্রোঞ্জের গহনা তৈরিতে যে সমস্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয় তা হলো লোহার হাতুড়ি, কাতানী, পাস, শোন, ডলনা মেশিন, রোলার (রিং-স্টিল) ইত্যাদি। ব্রোঞ্জের গহনা তৈরিতে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় তামা (Cu), পিতল (Cu_3Zn_2) ও রাং (এক ধরনের সংকর পদার্থ যা ৬০ ভাগ টিন (Sn) এবং ৪০ ভাগ সীসা (Zn) দিয়ে তৈরী)। এছাড়াও গহনার পলিশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), লবণ (NaCI), পানি (H_2O), সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$) ইত্যাদি। সাধারণত এই সমস্ত উপকরণ এর সাহায্যে গোপালগঞ্জের কারিগররা নিজেরাই কাঁচামাল ও ব্যবহার উপযোগী হরেক রকম গহনা তৈরি করেন।

আংটি, বালা, কানের দুল, গলার চেইন, হাতের বাজু, পায়ের খাড়ুসহ ইত্যাদি নানা রকমের গহনা তৈরি করে থাকেন এখানকার কারিগররা। এই সব গহনার নকশার নামেও রয়েছে ভিন্নতা। যেমন-রুলা, ময়ূর, শিকল, গোলাপ, বিনা .চেইন, শঙ্খ, মকর মুখ, হাতির শুড়, মকর ইত্যাদি নকশার গহনা বহুল প্রচলিত।

গোপালগঞ্জে সারা বছর ব্রোঞ্জের গহনা কেনা-বেচা হলেও শীতের সময়ে অনেক বেশি বিক্রি হয় এই গহনা। একেকটি দোকানে প্রতিদিন গহনা ভেদে ২০০–৩০০০ পিসের মতো গহনা তৈরি হয় এবং বিক্রি হয় । গড়ে মাসে প্রায় ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ পিস গহনা বিক্রি হয়, যার বিক্রয় মূল্য ৯০ লক্ষ টাকা। বিক্রয় মূল্যের প্রায় ৮০% খরচ হয়ে যায় উৎপাদনে। তবে তা নির্ভর করে ডিজাইনের উপর। একটি গহনা তৈরি করতে সর্বনিম্ন ২-৩ দিন এবং সর্বোচ্চ ১০–১২ দিন সময় লাগে। কোন কোন ক্ষেত্রে ডিজাইনের উপর নির্ভর করেও সময় নির্ধারিত হয়।

সাধারণত আংটি, চুড়ি, ব্রেসলেট, কানের দুল এই আইটেমগুলোর চাহিদা বেশি দেখা যায়। অর্ধশতাধিক পরিবারের প্রায় ১০০০ জন এই ব্রোঞ্জের গহনা তৈরির সাথে যুক্ত আছে। তাদের প্রধান আয়ের উৎস এই ব্রোঞ্জের গহনার ব্যবসা। সারা দেশে গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনার চাহিদা খুবই ভালো। গোপালগঞ্জ ছাড়াও দিনাজপুর, রংপুর, সৈয়দপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, জয়পুরহাট, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ঢাকাসহ সারা দেশে গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনার চাহিদা রয়েছে।

তবে বিদেশে এখনও গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা সরাসরি রপ্তানি হয়নি। তবে ভবিষ্যতে এটির রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে। এতে মালিক, মহাজন, কারিগর, শ্রমিকসহ অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ছ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার জলিরপাড়, সিদ্ধিয়াঘাট, বানিয়াঘাট, বানিয়ারচর, উলাবাড়ি, ফুলবাড়ি, ছাতিয়ান বাড়ি, ননীক্ষীর ইউনিয়নের নবগ্রাম ও সদর উপজেলার মানিকদাহ প্রভৃতি গ্রামে ব্রোঞ্জ শিল্প গড়ে উঠেছে।

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল)

গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনার সুখ্যাতি শত বছর ধরে সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে। তার বড় প্রমাণ গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার জলিরপাড়, সেখানে ৮০–১০০ বছরের পুরনো বেশ কিছু দোকান এবং বংশ পরম্পরায় বেশ কিছু কারিগর রয়েছে।

গোপালগঞ্জের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিশাল অধ্যায় জুড়ে রয়েছে ব্রোঞ্জের গহনা। জেলার সনাতন ধর্মাবলম্বীরা রীতি অনুযায়ী মাদুলী ও আয়ন্ত ব্যবহার করে। যা তৈরি হয় ব্রোঞ্জ, তামা, পিতল, লোহার সংমিশ্রণে। একটি সদ্যোজাত শিশুকে ৬ দিন হলে হাতে বা গলায় মাদুলী পরিয়ে দেয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে সাটুরিয়া বা ছয় ছিটা বলা হয়। একই উপাদানে তৈরি আয়ন্ত নতুন বৌকে পরিয়ে বরণ করা হয়। তাদের ধারণা মাদুলী ছোট বাচ্চাদের এবং আয়ন্ত নতুন বৌয়ের বদনজর কাটিবে। এই প্রচলন বহু কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত চালু রয়েছে (সংকলন- গোপালগঞ্জ জেলা, প্রকাশ কাল নভেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা নং-৪০)।

সংস্কৃতির আরো একটি অংশ বহন করে বাচ্চাদের পায়ের খাড়ু। ছোট বাচ্চারা যাতে হারিয়ে বা পানিতে পড়ে না যায় তা খেয়াল করিয়ে দেয় এই খাড়ু। খাড়ুর ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় টুংটাং শব্দ মায়েদের জানান দিয়ে দেয় বাচ্চা কোথায় যাচ্ছে। এই প্রচলনও রয়েছে যুগ যুগ ধরে।

এছাড়াও গোপালগঞ্জ জেলার "ইতিহাস ও সংস্কৃতি" লেখক রবীন্দ্রনাথ অধিকারী; বইয়ের পৃষ্ঠা নং- ৯১ এবং ১১২ তে ব্রোঞ্জের গহনার কথা বলা আছে।

গোপালগঞ্জ এর জেলা ব্রান্ড বুক ২০২১ পৃষ্ঠা নং-৯১ এ ব্রোঞ্জের গহনার উল্লেখ রয়েছে।

ঋ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি

প্রথমে ব্রোঞ্জের মূল উপাদানগুলো যেমন তামা, পিতল ও রাং একটি পাত্রে একসাথে রেখে উচ্চ তাপে গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে কাঁচামাল তৈরি করা হয়। এই কাঁচা ব্রোঞ্জ কে তার-পাত তৈরির উপযোগী আকারের দেওয়া হয়। এরপর ডলনা মেশিনের সাহায্যে ব্রোঞ্জ এর তার ও পাত তৈরি করা হয়। এই তার ও পাত কে প্রয়োজন অনুযায়ী ডাইস কেটে, পিটিয়ে বিভিন্ন রকম আকার, আকৃতি দিয়ে হরেক রকম গহনা প্রস্তুত করা হয়। নকশার ওপর ডাইস কাটা অথবা পিটিয়ে পিটিয়ে পাতলা করার জন্য দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন পড়ে। চাহিদা অনুযায়ী কারিগররা ডিজাইন করে গহনা তৈরি করে। গহনা তৈরি হলে তা পাঠানো হয় পলিশ করার জন্য। ব্রোঞ্জের গহনা রং বা পলিশ করতে ব্যবহার করা হয় এক প্রকার দ্রবণ। ১ লিটার সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), আধা লিটার নাইট্রিক এসিড (HNO_3), ১ লিটার পানি (H_2O), ৫.৮৩ গ্রাম লবণ ($NaCI$) ও ৩ গ্রাম সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$) এর সংমিশ্রণে এই দ্রবন তৈরী করা হয়। প্রস্তুতকৃত ব্রোঞ্জের গহনা এর দ্রবণে ডুবিয়ে পলিশ করা হয়। এরপর বিক্রির জন্য পাঠানো হয় এবং বাজারজাত করা হয়। সাধারণত ১ কিলোগ্রাম পরিমাণ ব্রোঞ্জের কাঁচামাল তৈরি করতে, ৬০০ গ্রাম তামা, ৩৫০ গ্রাম পিতল, ৫০ গ্রাম রাং ব্যবহার করা হয়।

চুড়ি :

গহনার জন্য যে কাঁচামাল তৈরি করা হয় তা থেকে তার- পাত পিটিয়ে নকশা তুলে সাইজ মতো রোলারে গোল করে মুখ ঝালাই দিয়ে চুড়ি তৈরি করা হয়। উপরে নকশা তুলে পলিশ করলে পড়ার উপযোগী হবে। যে যে ডিজাইনের চুড়ি হবে তা আগে থেকেই ডাইস কেটে রাখা হয়।

গলার চেইন :

কারিগরদের তৈরি কাঁচামালের পাত তার ছোট বড় সেটের অনুযায়ী ডাইস কেটে, কাশালয় খাল দিয়ে তারটা গোল করে বিভিন্ন ডিজাইন অনুযায়ী সাজিয়ে পাইন দিয়ে ঝালাই করে গলার চেইন নেকলেস বানানো হয়। ডিজাইনের উপর পলিশ করলে ব্যবহার যোগ্য হয়।

কানের দুল :

গহনা তৈরির কাঁচামালের সুক্ষ্ম তার বিভিন্ন ছোট বড় ডিজাইনে কখনো গোল কখনো লম্বা, কখনো বা চেপ্টা করে সুন্দর ডিজাইনে ডাইস কেটে হয়। সেখান থেকে নকশা একে ঝালাই দিয়ে কানের দুল তৈরি হয়। কোনটা বল আবার কোনটায় ঝুমকা ঝুলিয়ে পরে পলিশ করলে ব্যবহার উপযোগী হবে।

আংটি :

কাঁচামাল দিয়ে তৈরি তার এবং পাত এর সমন্বয়ে, নিচের অংশে তার এবং উপরে পাথর বসানোর অংশে পাত সাইজ মতো ডিজাইন করে, পাথর বসিয়ে ঝালাই দিয়ে আংটি তৈরি করা হয়। আংটিতে চাহিদা অনুযায়ী পলিশ দেয়া হয়, বেশির ভাগ আংটি হয় পলিশ ছাড়া।

বাজু :

বাজু তৈরিতে কাঁচামাল তার পাত দুটোই লাগবে। তার দিয়ে সাইজ মতো রিং করে, পাত ডাইস অনুযায়ী ছোট বড় নকশা তুলে কেটে রিংটা ঝালাই দিয়ে বাজু তৈরি করা হয় ।

ব্রোঞ্জের গহনা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জামের ছবি

ছবি ১: পায়ার্স, কাতানি, শন/চিমটি, রিং স্টিল, হাতুড়ি

ছবি ২: গহনা তৈরির ডাইস এর সরঞ্জামাদি

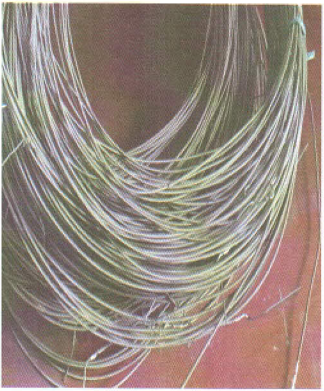

ছবি ৩ : বয়লা (চুড়ি) বানানোর তার

ছবি ৪ : তারপাত (ডলনা) করার হস্তচালিত মেশিন

ছবি ৫ : তারপাত (ডলনা) করার হস্তচালিত মেশিন

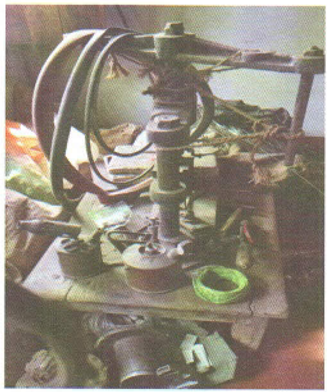

ছবি ৬ : বল প্রেস মেশিন ও ব্লু ল্যাম্প

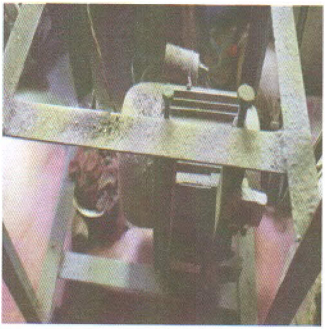

ছবি ৭ : ব্রোঞ্জের তার মোড়ানো মেশিন

ভৌগলিক নির্দেশকের ছবি

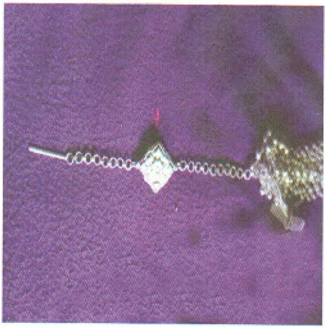

ছবি ৮ : হাতের বাজু

ছবি ৯ : কানের দুল (পলিশ করার পূর্বে)

ছবি ১০ : ব্রোঞ্জের কেরি বালা (পলিশ করার পূর্বে)

ছবি ১১ : ব্রোঞ্জের কেরি বালা (পলিশ করার পর)

ছবি ১২ : আংটি (পলিশ করার পূর্বে)

ছবি ১৩ : আংটি (পলিশ করার পর)

ছবি ১৪ : ব্রোঞ্জের রুলি/বালা (পলিশ করার পূর্বে)

ছবি ১৫ : ব্রোঞ্জের রুলি/বালা (পলিশ করার পর)

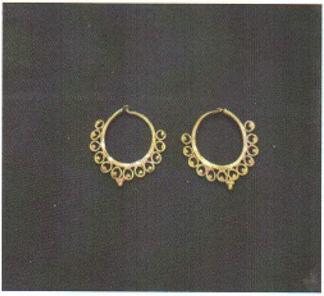

ছবি ১৬ : কানের দুল (পলিশ করার পর)

ঞ) **অনন্য বৈশিষ্ট্য :**

গোপালগঞ্জের কারিগরদের বংশ পরম্পরায় অভিজ্ঞতালব্ধ কারিগরি দক্ষতা এবং গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে মিঠা পানির কারণে এখানকার ব্রোঞ্জের গহনার রঙ টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং গহনার ফিনিশিং অনেক ভালো হয়। তাছাড়া এখানকার রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া গহনার রং পাকা হওয়ার অন্যতম কারণ।

ট) **ব্যবহারকাল :**

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার জলিরপাড়ের গহনার ৮০-১০০ বছরের ইতিহাস রয়েছে। বংশ পরম্পরায় এই পেশার সাথে জড়িত কারিগরগণ ব্রোঞ্জের গহনা তৈরি ও বিক্রয়ের সাথে জড়িত। শত বছরের পুরনো দোকান এর প্রমাণ বহন করে।

ঠ) **বাণিজ্যিক এলাকা :**

সারা দেশেই গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনার চাহিদা ও বাজার খুবই ভালো। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগের জেলাগুলোতে নিয়মিত সবচেয়ে বেশি এই গহনার ক্রয় বিক্রয় হয়। এ ছাড়াও সিলেট, রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের জেলাগুলোতেও গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনার রয়েছে ব্যাপক চাহিদা।

গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনার বাণিজ্য প্রধান এলাকা

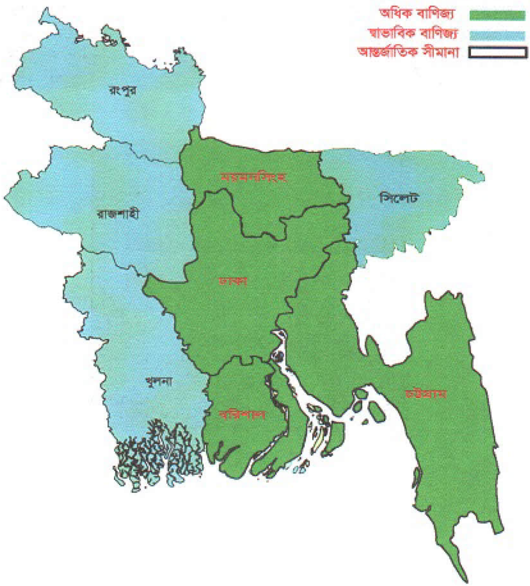

ড) **পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ :** জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ।

ঢ) তথ্যসূত্রঃ

১. বই; গোপালগঞ্জের "ইতিহাস ও সংস্কৃতি" লেখক-রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০১৯, চৈত্র ১৪১৫, পৃষ্ঠা নং-৯১ এবং ১১২ ।

২. গোপালগঞ্জ জেলা ব্রান্ড বুক, জেলা প্রশাসন, পৃষ্ঠা নাম্বার ৯১ ।

৩. সঙ্কলন-গোপালগঞ্জ জেলা, প্রকাশ কাল ২০০২, পৃষ্ঠা নং-৬২ ও ৯১।

৪. বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা গোপালগঞ্জ, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৩ পৃষ্ঠা নং-১২৬।

৫. https://www.banglatribune.com/453061

৬. https://barta24.com/details/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/31368/%E0%A6%97%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%9F--%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A6%BE.

৭. https://www.ujjibitobd.com/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE/

৮. https://bonikbarta.net/print-news/373069, (১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪)

৯. https://www.doinikbarta.com/2014/09/07/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D/

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-ক-২৫৩১/২০২৩-২০২৪/(শিল্প)-০৯-০৭-২০২৪-১৫০ বই।

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.